

১. কোনো কিছু করতে গেলে আগে থেকে যেভাবে কল্পনা করে রাখি, ঠিক সেভাবে না হলে মনের মধ্যে সন্দেহ ঢুকে যায় যে এটা ঠিকঠাক মতো হয়নি। এরকম ভাবনা বারবার আসতেই থাকে। (যেমন: হাত-পা ধোয়ার সময়, যেকোনো কাজ করার সময়) — এতে খুব কষ্ট হতে থাকে।

২. কেউ আমার কোনো জিনিস ধরলে বা কারো সাথে টাচ লাগলে মনে হয় যে এই লোকটা পবিত্র আছে কি না, বা কোথায় কী করছে সেটা ঠিক নেই। সেখান থেকে যদি আমি অপবিত্র হয়ে যাই, বা আমার জিনিস যদি অপবিত্র হয়ে যায়, তাহলে পরে সেই জিনিস আর ব্যবহার করতে পারি না। খুব কষ্ট হয়।

এমনকি নিজের ব্যবহার করা/ধরা কোনো জিনিসের সাথেও পরে এরকম অনুভূতি হয়, তখন আর সেটা ব্যবহার করতে পারি না।

মনে হয় এই বুদ্ধি সেখান থেকে আমার কাছে স্পার্ম চলে আসবে, আমি অপবিত্র/নোংরা হয়ে যাব।

যে অন্যের থেকে এরকম নোংরা জিনিস আসার জন্য আমার জীবন, পড়াশোনা—সবকিছুতে প্রভাব ফেলবে।

কোথাও কারো সাথে কথা বলতে গেলেও, বা কোনো মন্তব্য করতে গেলেও এমন হয় যে—আমি যদি এটা বলি বা মন্তব্য করি, তাহলে হয়তো আমার জীবনে খারাপ প্রভাব ফেলবে, পড়াশোনায় প্রভাব ফেলবে।

৩. কেউ কোথাও দিয়ে হেঁটে গেলে সেই জায়গা দিয়ে আমি হেঁটে যেতে পারি না, খুব কষ্ট লাগে।

৪. কেউ কোনো জিনিস ধরলে সেটা আমি ধরতে পারি না। মনে হয় তার নোংরা/অপবিত্রতা আমার মধ্যে চলে আসবে, পরে এটা আমার জীবনে খারাপ প্রভাব ফেলবে।

৫. কোনোভাবে যদি বুঝতে পারি যে কোনো এলাকা বা কেউ নোংরা/অপবিত্র কাজ করছে, তাহলে সেই এলাকায় বা সেই লোকের আশেপাশেও যেতে পারি না। খুব কষ্ট হয়। মনে হয় এই বুদ্ধি ওখান থেকে আমার কাছে স্পার্ম চলে আসবে